প্রথম আলো

তারিখ ০৯ APR 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

উদীচীর গোলটেবিল আলোচনা

পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে উসকে দেবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পাঠ্যবইয়ের 'সাম্প্রদায়িকতাকরণ' মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিগুলোকে আরও উসকে দেবে। পাঠ্যবই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে একটি সম্মিলিত মঞ্চ করে সরকারকে কঠোরভাবে চাপ দিতে হবে।

বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর আয়োজনে 'পাঠ্যপুস্তকে প্রগতিশীল লেখকদের লেখা বাদ দেওয়া ও সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রতিরোধ' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। গতকাল শনিবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় প্রবীণ সাংবাদিক কামাল লোহানী বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতার উসকানি সরকার নিজে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে আইয়ুব সরকার ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার তা বাস্তবায়ন করছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক অজয় রায় বলেন, 'পাঠ্যপুস্তকের তথাকথিত হেফাজতিকরণের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দেশের সংবিধানকে মন থেকে মুছে ফেলেছি। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে শুধু হেফাজতিকরণের অধিকর্তারাই নয়, সরকারও সংশ্লিষ্ট। প্রধানমন্ত্রী যদি সবুজ সংকেত না দিতেন তাহলে তথাকথিত ইসলামের ওপর ভিত্তি করে এই ২৭-২৮টা বই প্রকাশ হতো না।'

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, শুধু বিপক্ষে অবস্থান ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। সম্মিলিতভাবে দ্রুত কার্যকর কর্মসূচিতে যেতে হবে।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, স্কুলের বইয়ে পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, দুর্নীতি, প্রশ্ন ফাঁসের ইস্যুকে এই আন্দোলনে যুক্ত করা হলে আন্দোলন জাতীয় রূপ পাবে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বলেন, এখনকার প্রজন্ম যে শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, তাতে তারা জঙ্গিবাদের পক্ষেই যাবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বহুমাত্রিক সমাজের কথা বলা হয়েছিল, তা হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মানুষের মনে সাম্প্রদায়িকতার ধারণা ঢোকানো হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান পরিবর্তনগুলো প্রত্যাহারে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে সব সংগঠনকে এক মঞ্চে আসতে হবে।

গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন উদীচীর কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি অধ্যাপক শফিউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সহসভাপতি অধ্যাপক বদিউর রহমান লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।